কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুযায়ী মৎস্যখাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২.০৮ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ২১.৮৩ শতাংশ মৎস্যখাতের অবদান। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে। বিগত তিন অর্থবছরে (২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২) মোট মৎস্য উৎপাদন ছিল ৪৫.০৩, ৪৬.২১ ও ৪৭.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন। বিগত তিন অর্থবছরে (২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২) ৭০৯৪৫.৩৯, ৭৬৫৯১.৬৯ ও ৭৪০৪২.৬৭ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে যথাক্রমে ৩৯৮৫.১৫, ৪০৮৮.৯৬ ও ৫১৯১.৭৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন ও বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৩য় ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে (এফএও, ২০২২)।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

- জলাশয়ের অবক্ষয়, গুণগত মানসম্পন্ন পোনা, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণের অপর্যাপ্ততা;
- জলদূষণ, মাছের মাইগ্রেশন বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস;
- পানি প্রবাহ হ্রাস এবং পলি জমার কারণে মাছের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র বাধাগ্রস্ত হওয়া;
- গলদা ও বাগদা চাষের ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন ও ভাইরাসমুক্ত পিএল এবং মানসম্পন্ন খাদ্যের অভাব;
- জেলেদের মাছ ধরা নিষিদ্ধ মৌসুমে বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তার অভাব;
- অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা অপ্রতুল; এবং
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয়, স্থায়িত্বশীল আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
- সুষ্ঠু সরবরাহ ও মূল্য শৃঙ্খলের অভাব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও উন্নয়ন দর্শণ, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, Allocation of Business অনুযায়ি মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত কার্যাবলী, ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি হিসাবে স্মার্ট এবং উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশে উন্নীতকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) মৎস্য সেক্টরে অর্জিতব্য প্রধান লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:

- চাষকৃত মাছের উৎপাদন ২০১৯-২০ সালের (২৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন) তুলনায় ১২.৫০ শতাংশ এবং মোট মাছের উৎপাদন ১১ শতাংশ বৃদ্ধি করা;
- দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৭৩ গ্রাম নিশ্চিত করা;
- নিরাপদ চিংড়ি, মাছ ও ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য রপ্তানি ১.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীতকরণ;
- বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্যচাষে ২০-২৫ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ;
- আন্তর্জাতিক বাজারে মাছ ও চিংড়ি সরবরাহের প্রতিটি ধাপে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; এবং

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে তিতাস উপজেলার বিভিন্ন জলাশয়ে ০.৩৩ মেট্রিক টন পোনা অবমুক্তকরণ।
- ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন ০৬ টি।
- উপজেলার মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সচেতনতা বাড়াতে ০২টি মাঠ দিবস/মতবিনিময় সভা/সচেতনতামূলক সভা/পরামর্শ দিবস ও ০২টি মৎস্য মেলা/উদ্ভবনী মেলা/মৎস্য চাষি র‍্যালি আয়োজন করা।
- মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ৮৫ জন মৎস্য খামারির পুকুর/জলাশয় পরিদর্শন ও পরামর্শ সেবা প্রদান।
- দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলার ৪০ জন মৎস্যচাষি,মৎস্যজীবীসহ অন্যান্য সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তিতাস উপজেলার বিভিন্ন মৎস্য খাদ্য ও উপকরণ ব্যবস্থাপনার গুনগত মান যাচাইয়ের জন্য ০২ টি প্রদানকৃত/নবায়নকৃত মৎস্য খাদ্য সংক্রান্ত লাইসেন্স এবং ০২টি পরীক্ষিত খাদ্য নমুনা কুমিল্লা জেলা মৎস্য অফিসে প্রেরণ।

সেকশন ১:

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প

মৎস্য ও মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য হ্রাস ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

১.২ অভিলক্ষ্য

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে গুণগত মানের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি, তথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
২. স্থায়িত্বশীল মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা;
৩. নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ; এবং
৪. দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি

১. জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ;
২. জলাশয়ভিত্তিক মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করা ও পরিচালনা;
৩. মৎস্যজীবী/সুফলভোগীদের জলাশয় ব্যবস্থাপনা/ আইন প্রতিপালন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি /উদ্বুদ্ধকরণ;
৪. মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণ;
৫. মৎস্যখাদ্য সংক্রান্ত লাইসেন্স প্রদান ও মৎস্য খাদ্য পরীক্ষা;
৬. মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান;
৭. মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ সংশ্লিষ্টসহ অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
৮. আয়োজিত মাঠ দিবস/মত বিনিময় সভা/সচেতনতামূলক সভা/পরামর্শ দিবস;
৯. আয়োজিত মেলা/উদ্ভাবনী মেলা/মৎস্যচাষি র‍্যালি;

আমি, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তিতাস, **কুমিল্লা** হিসাবে জেলা মৎস্য **কর্মকর্তা, কুমিল্লা** এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এ চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, জেলা মৎস্য **কর্মকর্তা, কুমিল্লা** হিসাবে **উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা**, তিতাস, **কুমিল্লা**এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এ চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে তিতাস, **কুমিল্লা** কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

[illegible]

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,
তিতাস, কুমিল্লা

২৯/০৬/২০২৬
তারিখ

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা,
কুমিল্লা

২৯/০৬/২০২৬
তারিখ